ভিখুরামের বিচার

কৃশানুনয়ন মুখোপাধ্যায়

।।এক ।।

আজ ভিখুরাম মামলার চূড়ান্ত শুনানি। মফঃস্বল শহরের দায়রা আদালত চত্বরে মানুষের জমায়েত, যে কোনও রাষ্ট্রনেতার জনসমাবেশকে লজ্জা দেয়। বিনা পয়সায় পার্টির বাস বা ঠিকাদারের লরি নয়। দস্তুর মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে দূর দূরান্তরের গ্রাম থেকে মানুষ আদালতে হাজির। শহরের দু'টি সিনেমাহলের মালায়লম্ আর ইংরাজি 'নুন শো' মাছি তাড়াচ্ছে। ভিডিও পার্লারে ভিড় নেই। আদালতের ঠিক বাইরে আর থানার পিছনের চোলাইয়ের দোকানে উপচে পড়া ভিড়। উৎসাহ এই ছোট্ট শহরের গন্ডী ছাড়িয়ে মহানগরীকেও সংক্রামিত করেছে। দেশি বিদেশিটিভি কোম্পানি সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করেছে এই চুড়ান্ত রায় দান অনুষ্ঠানের। আদালত শু হওয়ার এখনও প্রায় আধঘন্টাখানেক বাকি আছে। তারকা সম্বলিত পানীয়, কাপড়কাচার সাবান বা অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে ঘুমন্ত আধা শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ছবি দেখান হচ্ছে। উৎসাহী, জনতার মধ্যে কোনও কোনও সৌভাগ্যবানের মতামত নেওয়া হল, ভিখুরামের কী ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত----এই নিয়ে। স্বপ্নে রাজকন্যার মতো গেঁয়ো লোকের বঙ্গভাষাকে অনুবাদ করে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিনেন মাইক্রোফোন হাতে সুবেশ তণী।

হাজার মাইল দূরে, রাজধানীর কোনও এক শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নেকটাই পরা বিশেষজ্ঞরা--- সমাজবিজ্ঞানি, মনস্তত্ত্ববিদ্, সাংবাদিক--- আলোচনা করছেন কেন ভিখুরাম তার মানসিক ভারসাম্য হারাল। সকালের সবক'টি দৈনিক, বিশেষ করে স্বজাতীয় ভাষার দৈনিকে ভিখুরাম মামলার সচিত্র বিবরণ কয়েক কিস্তিতে বেরিয়েছে। চিত্রগুলি কম্পিউটার ভাবনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অতএব ভুল-অভুলের উর্দ্ধে। ইউরোপিয়ান, নরওয়েন, রাষ্ট্রদূত মারফৎ, সরকারকে অনুরোধ করেছেন যেন কোনও প্রকার দন্ডের বদলে ভিখুর ঠিক ঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এজন্যভিয়েনা থেকে মনস্তত্ত্ববিদ পাঠাবার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার এক বিখ্যাত 'স্লোপাউডার' প্রস্তুতকারক 'ভিখু চিকিৎসা অনুদান চালু করেছেন, ভবিষ্যতে এই অনুদান অন্যান্য ভিখুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে। ভিখুর গুদেবের সম্ভাব্য-দন্ডাদেশ নিয়ে অবশ্য তেমন কোনও মতানৈক্য দেখা যায়নি। গুদেবের অসাধু পরামর্শেই ভিখুর এই ঘৃণ্য আচরণ । দন্ডবিধির ঠিক কোন্ কোন্ ধারায় আদালতে গুদেব বিচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এই প্রতিবেদকের তার সম্যক ধারণা না থাকলেও অন্ধ-কুসংস্কার, মৌলবাদী ধর্মভাবনা, জীবহিংসা আর কুৎসিত এবং ভয়ানক আচার মানুষের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিস্তার করবার চেষ্টা মূলতঃ এইসব কার্য-কলাপের বিদ্ধেই বিচার হবে।উপস্থিত জনতা, দৈনিক সংবাদপত্র, টিভির পর্দায় নেক্টাই সম্বলিত বিশেষজ্ঞ প্রায় সবাই একমত যে ভিখুক চিকিৎসা এবং গুদেবের প্রাণদন্ড---- নিদেনপক্ষে চিরকালীন কারাবাস সঠিক বিচারের ধবজাকে উপরে তুলে ধরবে। মহানগরীর হোলসেল বাজারে ভিখুর প্রাণদন্ডে ১টাকায় ১০০টাকা---বাজী ধরা হয়েছে, গুদেবের বেকসুর খালাসের ডাক ঠিক উল্টো ১০০ টাকায় ১ টাকা। বিচারকক্ষে বার অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সভ্যদের স্থান সংকুলান হয়নি।গুদেব এবং ভিখুর একেবারে নিকট আত্মীয় বাবদ ছয়জনের জন্য একটি বেঞ্চ নির্ধারিত হয়েছে। ভিখুর এক দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই আর গুদেবের ভাইপো দুজনে মিলে বাকি চারটে সিট, তিনশো টাকা হারে বারোশ' টাকায় বিত্রি করে টু-পাইস করে নিল। অ্যাসোসিয়েশনের যে সব সভ্য ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পেলেন না, তাঁরাযথাযথ মাধ্যমে ক্লোজড্-সার্কিট টিভিতে পাশের একটা হল ঘরে বড় পর্দায়, জীবন্ত বিচার দেখাবার, বিচার বিভাগীয় অনুমতিআদায় করলেন। পর্দটা একটি পানীয় কোম্পানির আনুকূল্যে সদ্য সমাপ্ত ক্রিকাপ ফাইনাল দেখবার জন্য টাউন হলে ব্যবহার করা হয়েছিল। পর্দার বদলে, তাঁরা বার অ্যাসোসিয়েশনের হলে কয়েকটা ব্যানার ঝুলিয়ে দিলেন।

উকিল বাবুরা নাকি মক্কেলের পয়সায় 'ঠান্ডা' খেতে ভালবাসেন।
কৌতূহলী দর্শক, জেলা জল, হাইকোর্ট মায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিরা মামলার উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখছেন, এই ভয়ে হাকিম আজ স্ত্রীর হাজার অনুরোধ উপেক্ষা করে গরম মাছের ঝোল ফেলে এসেছেন। জুতোর পালিশ সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। খুব শখ ছিল টিভি কোম্পানিরা তাঁর ইন্টারভ্যূ নেয়। আগের কোনও নজির সামনে নাথাকায়, চ াকরি হারাবার ভয়ে, শখ-আাদ দমন করেছেন। গত দুদিন মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে বিচারের রায় লিখেছেন। পাশের বাড়ির মন্মথবাবু--- সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং ভাগিনেয় কৌশিক ---ইংরাজির কৃতি ছাত্র দুজনকে বাড়িতেআপ্যায়ন করে, তাঁদের পরামর্শমতো লাগসই বৈদিক-পৌরাণিক সংস্কৃত শ্লোক খচিত, আলঙ্কারিক ইংলিশ, দার্শনিকরায়টি প্রস্তুত । বিভিন্ন খবরের কাগজে, রায়টির উল্লেযোগ্য অংশ উদ্ধৃত হবে। ইংরাজি উচচারণগুলো যথাযথ জলদ-গম্ভীর এবং অক্‌ফোর্ড - কেমব্রিজ সিদ্ধ করবার জন্য তালিম নিয়েছেন ভাগিনেয়র কাছে । স্ত্রী বিয়ের শেফার্সপেনপকেটে দিয়েছেন---সই -এর নান্দনিক ছন্দে কালির স্রোতের ব্যাঘাত রোধ করতে । পঞ্জিকা মতো সকাল পৌনে আটটার পর আর কোনও ভাল সময় নেই। অতএব ঠ াকুরঘরে লক্ষ্মী- জনার্দন, লোকনাথ বাবা, উত্তরখন্ড এবং দাক্ষিণাত্যের আরও কয়েক বাবার ছবিকে প্রণাম সেরে, প্রথ ামতো যাত্রা করেছেন সাড়ে সাতটা নাগাদ। তরপর দারোয়ান-আর্দালী- পিয়নদের জন্য নির্দিষ্ট অব্যবহৃত আউট হ াউসে। ভাতের থালা নিয়ে স্ত্রী যখন আউট হাউসে প্রবেশ করলেন, এইরকম বিপর্যয়ী স্নায়ু সংঘাতের মধ্যেও হাকিমস াহেবের নিজেকে বেশ কলির শ্যাম মনে হল। নির্জন, ধূলি-ধুসরিতপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিবেশে, তিনি পরস্ত্রীযথা আদ্রেষে স্ত্রীকে চুম্ বন করলেন এবং আদিখ্যেতা দেখাবার অভিযোগে অসভ্য বলে নিন্দিত হয়ে, ঘন দূর্বাদল শ্যাম নন্দকিশোরের মতো য ারপরনাই আাদিত হলেন।

প্রতিবেদকের ধানভানতে শিবের গীত গাওয়াটা অনেকেরই পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু বিচারের যে বাস্তব পটভূমি গত কয়েকদিনে প্রস্তুত হয়েছে, পাঠকদের তার একটা সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্যেই এতো উপত্রনিকা । কারাগরে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায়নি, অতএব ভিখু ও গুদেবের মনোভাব - জীবনযাপনে বোঝবার জন্য বিচার শু হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। হাকিমের পাশের এবং পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে, লেডি ডায়নার পাপারাজি প্রকরণে নজরদারি চালু করা উন্মাদ এবং উন্মুক্ত-প্রতিবেদনের কোনও অন্তরায় নেই।

আদালতের বহু পুরনো ঘড়িতে গম্ভীর এবং সুরেলা ধবনিতে এগারোটা বাজল। হাকিম এজলাসের পিছনের দরজা দিয়ে আদালতে প্রবেশ করলেন। বেশিরভাগ লোক প্রথা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে সন্মান প্রদর্শন করলেন। সমানের সারির কয়েকজন প্র াজ্ঞ উকিল নাবালক হাকিমকে অতটা সন্মান দেখান অপ্রয়োজন এবং একই সঙ্গে আদালতকে সন্মান দেখানর প্রয়ে াজনীয়তা--- এই পরস্পর দ্বৈতবোধের শিকার হয়ে নিজ নিজ পশ্চাদ্‌দেশ কয়েকমুহুর্ত শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন। পিছনের বেঞ্চের কিছু ছোকরা শ্রেনীর উকিল, সাদা পোষাকের পুলিশ এবং কোর্ট কর্মচারি তাদের উপর কোনও অবস্থাতেই না হা কিম না টিভি ক্যামেরার কৃপাদৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝে আপন আপন স্থানে গ্যাঁট হয়ে রইলেন।এরপর প্রথামাফিক কুশল বিনিময়, উকিলবাবুদের টুকিটাকি কথাবার্তা, পেশকারের মন্ত্রণা দেওয়ার ভঙ্গিতে হাকিমের কানে ফিসফিসানির পালা শেষ হওয়ার পর, যথোচিত পুলিশ পথ প্রদর্শকের পশ্চাতে লোহার খাঁচায় ভিখুরাম ও তার গুদেব প্রবেশ করলেন। টিভি কোম্পানির সার্চলাইটে দুই ব্যক্তির আর খাঁচার মধ্যে লুকোবার স্থান রইল না। পেয়াদা প্রথমে মাখনলাল ওরফে গুদেবের নাম ধরে হাঁক পাড়লেন। কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি এসে খাঁচার শিক ধরে দাঁড়ালেন। কোনও বক্তব্য আছে--- হা কিমের জিজ্ঞাসার উত্তরে মাখনলাল মাথা নেড়ে পিছিয়ে এসে যথাসম্ভব সার্চলাইটের আলো ঢেকে খাঁচার এককোণে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। এরপর ভিখুরামের পালা । আদালত কক্ষে টানটান উত্তেজনা । টিভি ক্যামেরা ভিখুর চোখকে ফে াকাস করে, ক্রমশঃ জুম-ইন করল। ক্রমে ইনসেটে ভিখুর চোখ। বিশেষজ্ঞ দলে উপস্থিত মনস্তত্ত্বিক, ভিখুর দৃষ্টির মধ্যে যে নির্মমতা তার সঙ্গে ভিসেরাল মস্তিষ্কের যোগাযোগ লক্ষ্য করলেন। নৃতত্ত্ববিদ্ মন্তব্য করলেন ভিখুরামদের উপজাতিতে মস্তিষ্কের বিবর্তনের নিওকর্টেক্সের ভূমিকা অন্যান্য জাতির মানবদের মতো অগ্রগতি লাভ করেনি। ভিখু ধীরে ধীরে নিজের জায়গা থেকে এগিয়ে এসে লোহার গরাদধরে দাঁড়াল। পৃথিবীর এবং আদালত কক্ষের দর্শকেরা একটি মামুলি চেহারার

ব্যক্তিকে দেখে হয়ত'বা কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন। রোগা ছিপছিপে ভিখুরামের গালে কয়েকদিনের না কামান দাড়ি,না আঁচড়ান ক্ষ চুলের ঝাড়, চাঁদির টাক ঢাকতে পারে নি। ময়লা পায়জামার উপর, উজ্জ্বল হলুদ রঙের গোলগলা গেঞ্জি । হাকিম টিভি ক্যামেরার উপস্থিতি মনে রেখে, 'পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নহে'--- চিৎপুরের যীশুখৃষ্টের প্রকরণে স্নেহভরা সুরে প্রশ্ন করলেন'তোমার কোনও বক্তব্য আছে'? উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীকে চমক দিয়ে ভিখু জবাব দিল "আজ্ঞে হ্যাঁ"। হাকিমের হুকুমে পুলিশ প্রহরার খাঁচা থেকে বাইরে এসে ভিখুরাম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল। প্রায় মিনিটখানেক ভিখুরাম চুপচাপ। উত্তেজনার পারা উঠছে। হাকিম তাগাদা দিলেন---- 'হ্যাঁ বল'। ভিখু যেন নিজের সম্বিতে ফিরে এসে বলল, 'আজ্ঞেহ্যাঁ' একটু জল'। আদালতের রীতিমতো পোষাক পরা পেয়াদা, টিভির পর্দায় পর্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয়। দ্রুত এক গ্লাস জল, ভক্তি ভরে, প্রায় দেবতাকে নিবেদনের ভঙ্গিতে ভিখুর সামনে এগিয়ে ধরে। ভিখুর এই নিবেদনের ভঙ্গিটা ভাল লাগে, এক নিশ্বাসে জল শেষ করে, গুদেবের ভঙ্গিতে গ্লাস ফেরত দেয়--- সামান্য হাত তুলে বলে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কন।

।।দুই ।।

হজুর আমি ড্রাইভার। লেখাপড়া খানিকটা শিখেছি। ক্লাশ এইটের পাশের সার্টিফিকেট আমার বাড়িতে আছে। বাস্তবিক, আমি রীতিমতো অ্যানুয়াল পরীক্ষায়, অঙ্কে তেইশ পেয়ে, এক সাবজেক্টে ফেল করে প্রোমোটেড অন কনসিডারেশন হই। মানে, আমার এই সার্টিফিকেট জালি নয়। মিথ্যা কথা আমি কদাচ বলি । গাড়ি চালাতে শিখেছি উনিশ বছর বয়সে ---সেই উনিশশ' ছিয়াত্তর সাল। পাড়ার জগাদা, একদিন সকালে এসে বলল, শহরে যেতে হবে তুই আমার ডিউটি করবি। মহানন্দে রাজি হলাম--- বিনা পয়সায় প্র্যাকটিস লেসন পাওয়া যাবে। সাড়ে সাতটায় জগাদর সাহেবের বাড়ি। সাহেব আমার ব্যবহার, গাড়ি চালান দেখে খুশি। ক'দিন পরে খোঁজ করে ডেকে পাঠালেন। ক্যাজুয়ালে বহাল হলাম। জগাদা শহরের ডি উটিতে চলে গেল। সাহেব আমায় ভালোবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। বছর তিনেক চাকরি পাকা। সাহেবের যুবতী মেয়েকে কতবার গাড়িতে আমার সঙ্গে একা ছেড়ে দিয়েছেন--- ভিখু স্কুলে দিয়ে আয়, ভিখু নাচের স্কুলে যা। গাড়িতে ফলের বাজার, মাছের বাজার রেখে নেমে গেছেন, ফিরেছেন একঘন্টাদেড় ঘন্টা পর, কোনওদিন একটা কলা নিয়ে খাইনি। তবে হ্যাঁ, সেই বার, পুজোর মাস, হাত একেবারে খালি ছিল, ঠোঙায় করে সাহেবের চালের থলি থেকে কেজিটাক চাল সরিয়ে ছিলাম। সরকারি, বেসরকারি উকিল উশখুশ করতে থাকেন। টিভি কোম্পানির টাইম স্লট বিক্রি করা আছে। বারোটায় জনপ্রিয় সিরিয়াল "চাচা কভী ভাতিজা থা"। সরকার পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন---এই লোকটা অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, যে এই বিচারের শুনানি সাধরণভাবে আধঘন্টার মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। বিজ্ঞাপন, বিশেষজ্ঞের মতামত এবং আর সবকিছু নিয়ে, একঘন্টার মতো সময় রাখা হয়েছিল। এই লোকটা যেরকম গল্প ফেঁদেছে, আজকে সারাদিনেও শুনানি শেষ হবে না। অতএব ওর বক্তব্য থামিয়ে দেওয়া হোক।ভিখুরামের উকিল, আদালত থেকে পয়সা পাবেন। এই মামলায়, ওঁর বিশেষ কিছু করবার ও ছিল না, তবু খানিকটা নিন্দুকের গালাগালির ভয়ে, আর খানিকটা টিভি ক্যামেরায় দর্শিত হওয়ার লোভে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুকরেন--- ভিখুরামের চরিত্রের যে অকপটতা, সারল্য এবং সত্যনিষ্ঠা এটা এই মামলার জন্য বোঝা অত্যন্ত জরি। ভিখুর বক্তব্য তাই অতীব প্রাসঙ্গিক। ভিখু দেখে দুই উকিল খুব ঝগড়া করছে। আদালতের গেটের মুখে জেলখানারগাড়িথেকে সে পরিষ্কার দেখেছে, এই দুজনে দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আড্ডা দিচ্ছে। সে নিজেই বলে উঠল,হুজুর উকিল মোক্তারের ভাষা আমি বুঝি না। আপনি বলবার অনুমতি দিয়েছেন তাই বলছি। টিভির একঘন্টার মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে, এটা যদি আগে জানতাম, আমার কথা ছোট করে বলতাম। আমার যা হয়ে বিচার করেন, কিন্তু এই যে লোকটা, আমার গুদেব, মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন, ওঁর জন্যেই ত' আমায় দু-চার কথা বলতেই হবে। হাকিম প্রথমে বললেন ঠিক আছে তুমি বল । পরে মনে হল টিভির দৌলতে এটা আজকে আন্তর্জাতিকআদালত। বললেন অবজেকশন ওভারলড্।

ভিখু আর এক গ্লাস জল খেয়ে শু করল, সেই একবারই হুজুর, অভাবে একটুখানি স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। কখনও তেল চুরি

করিনি, কোনও গ্যারেজে আমার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। হঠাৎই একদিন সাহেব বললেন, ভিখু কাল থেকে আর তোমার আসবার দরকার নেই। আমি ভাবি দুমুঠো চলা চুরিটা বোধহয়, সাহেব টের পেয়ে গেছেন। নিজের থেকেই গড়গড় করে সব বলতে থাকি। সাহেব কোনদিন তেমন কিছু অন্যায় করিনি, আজ পুজোর ছ'দিন আগে লঘু পাপে এতবড়ো গুদন্ড। এবার ক্ষমা করে দিন, স্ত্রী -ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। সাহেব বললেন এই অফিসই উঠে যাচ্ছে। কোম্পানি কমপিউটার, মোবাইল আর সেক্রেটারি দিয়েছে। এতবড় অফিসের দরকার নেই। গাড়িটা থাকছে। যেটুকু দরকার নিজেই চালাব । কোম্পনিকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে খরচ কমাতে হবে। আরও কিকি সব বলে গেলেন, মোট কথা আমার আমাদের চাকরি না থাকলে কোম্পানির মঙ্গল এবং তাতেই নাকি দেশের মঙ্গল। সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেছিল, আমার এবং আমার মতো অনেকের গত পঁচিশ-ছাবিবশ বছরের যে নিবেদিত কর্মদান, তার অভাবে, কোম্পানি যে উন্নতি করেছে, তা নাকি সম্ভব হতো না। আমরা কোম্পানিকে ভালবাসি, আগামী দিনেও কোম্পানির ঐতিহ্য এবং কর্মসংস্কৃতি মনে রেখে, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিকে যেন কেবলমাত্র নিজের ক্ষতি বলে না মনে করে, কোম্পানির বিরহযন্ত্রণাকেও আমরা অনুভব করবসেই বিষয়েও তিনি আশা পোষণ করলেন। মাথায় বাজ পড়ল। অনেক কান্নাকাটি, মেমসাহেবকে ধরা কোনও কিছুতেই কিছু হল না। মাননীয় শ্রম আইনে নেতারা নমনীয় । সেখানেও সুবিধা হল না। ছোট বয়স থেকেই , হুজুর , আমার ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস। বছর দশেক বয়সে একবার পাড়ার ভুলোদা বলেছিল শীতলা মন্দিরের বটতলায় সকালবেলা গঙ্গাচান করে যদি কপালে শুকনো গামছা একশো আটবার ঘসা যায়, ঠাকুর দর্শন নিশ্চিত। আটান্নবারের পর, কপাল দিয়ে দরকার করে রক্ত। যন্ত্রণায়, ভয়ে চিৎকার করতে করতে বাড়ি । বাবা বেদম মেরেছিলেন, গাধাবলে গালাগাল করেছিলেন, দেখুন কপালে এখনও ক্ষত রয়েছে। ভেবেছিলাম কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। সামান্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারিনি, তাই ঠাকুর শাস্তি দিয়েছেন। আজ মনে হল--- আহা আমার এই বিপদে যদি ঠাকুর থাকতেন। গেলাম গুদেবের কাছে। বললাম আমার বিপদের কথা। গুদেব হাত দেখে, পাঁজি দেখে, পুঁথিদেখে, হিসেব করে বললেন এই বিপদের হাত থেকে বাঁচতে বলির দরকার । গুদেবকে মনের বাসনা নিবেদনকরলাম---এই বিপদ নয়, আমি চাই দেবদর্শন। যাতে বিপদকে সমূলে তাড়াতে পারি। আমার সবায়ের। গুদেব তান্ত্রিকমানুষ। আমার কথায় শিউরে উঠলেন। মানা করলেন। দেব-দর্শন সামান্য কথা নয়। অনেক মূল্য দিয়ে তবে দেবদর্শন করতে হয়। নিজের সব থেকে প্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করে তবে দেবদর্শন। ব্যাস্। এইটুকুই গুদেবের উপদেশ।

বাড়ি ফিরে ভেবে দেখলাম, ছোট বয়সে, ভালবাসার জিনিস ছিল নিজের শরীরটা--- ত্যাগ করতে পারি নি, ভগবানের সাক্ষাতও জোটেনি। ক'দিন আগে টিভিতে দেখলাম, যে শহরে লোক সবচেয়ে ভাল থাকে, ভাল থাকবার জন্যতারা নিজেদের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করে, আত্মহত্যা করে। দেশের গুদেবরা বলেছেন, বছরে আট শতাংশ হারে অগ্রগতির জন্য লোকের চাকরি-বাকরি, বুড়োদের সঞ্চয় এইসব নিশ্চয়তা ত্যাগ করতে হবে। আট শতাংশ হারে উন্নতি হলে, দেবতা তুষ্ট হবেন । তাঁদের সেবার নতুন নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। লোকের অভাব অনটন ঘুচবে। রাম-রাজ্য লোকের অভাব অনটন ঘুচবে। রাম - রাজ্য তৈরি করবার জন্য কদিন আগেও ত্রিশূল-বিদ্ধ লোকের রক্তে দেবতার পা লাল হল। তাঁরা সব দেবতার আর্শীবাদে বেশ আছে। পুরনো অ্যাম্বাসাডার ফেলে দিয়ে নতুন নতুন বিদেশিগাড়ি। তাঁদের বৌ-রা সব সীতার বনবাস ব্রত যাপন করে, আর সখীরা রাসলীলায় তাঁদের বসিয়ে দিব্যি ভগবানের সম্মান দেয়। আট শতাংশ হারে উন্নতির জন্যে, দেবতার তুষ্টির জন্যে অনেক অনেক নিবেদন আর আত্মত্যাগেরপ্রয়োজন । কষ্ট হলেও প্রয়োজন । অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেবামূলক কাজের সংস্থান বাড়বে--- পদসেবা, যৌবনেবা,
শৌচসেবা আরও কত কি ! কাজ খুইয়ে, অন্ন হারিয়ে যদি আত্মনিবেদনের মানসিকতা তৈরি করা না যায়, তাহলে সেবার যোগান দেওয়া যাবে কী রকমভাবে। হুজুর সবাইত' মেনে নিয়েছে দেবতার তুষ্টিই প্রধান কথা। তার জন্য নিবেদন করতেই হবে। সেই নিবেদন কী উপায়ে, উপায়টার ভাল - মন্দ, আইনে আছে কি নেই, সে সব নিয়ে কেউইমাথা ঘামাচ্ছে না। নিবেদন যাঁরা করতে পারছে, ঠাকুরের দেখা তাঁরা নিশ্চয়ই পাচ্ছে। কত কষ্টের সেই নিবেদন,তা না হলে এত জয় - জয়কার ! দেশে বিদেশে। কাগজে - পত্রিকায়, রেডিও- টিভিতে। কত চোখের জল ফেলে, আমার সাহেবের চেয়েও অনেক বেশি মন খারাপ করে তবে দেশমান্য নেতারা আট শতাংশ অগ্রগতির জন্যে দেবতারপূজার নৈবেদ্য আমাদের নিবেদন করেন।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে আমি স্থির করলাম, আর নয়। সাহেবের ড্রাইভারিতে, মেমসাহেবের মোসাহেবিতে সময় অনেক গিয়েছে। সাত-আট যত শতাংশ উন্নতিই হোক, আমাদের ভাগ্যে কেবলমাত্র সেবামূলক কর্মের সংস্থান। সেখানেও, আইন নমনীয়, পেলব আর সুড়সুড়ি দেওয়ার উপযোগী। কোনমতেই যাতে সেবার ব্যাঘাত না ঘটে। তাই ওসব আট নয়ের গল্পে নয়, একেবার খোদ দেবতাকেই তুষ্ট করব। সত্যিইস্যার,এ জগতে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল আমার নয় বছরের মেয়ে মীনা। আর মীনার প্রাণের বন্ধু হল, আমারইস্কুলের সহপাঠী অসীমের মেয়ে সোমা। মীনাকে নিয়ে কারও কিছু বলবার নেই---সেত' আমার ছাগল, লেজে কাটবনামাথায় কাটব---আমার ব্যাপার। অনেকটা হরিজন কিংবা সতী পুড়িয়ে মারব ার মতো, হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। গন্ডগোল হল ওই সোমাকে নিয়ে। সেখানে আমার বিশ্বাস আর ভগবানের অধিক ারের উপর নির্ভর করে মনস্থির করলাম। যেখানে দেবতার দাবি, সেখানে আবার আইন - আদালত কি ? এত আমার কথা নয়, দেশের মনীষী ব্যক্তিরাই ত' এরকম বলেছেন। হুজুর, আমার বিশ্বাসে কোনও খামতি ছিল না। দেবতার বলিতে পরের মেয়ের সঙ্গে নিজেরটাকেও নিবেদন করেছি অকাতরে। তখন কি বুঝেছি, দেবতারা নেওয়া জানে খালি, দেওয়া নয়। সরকারি উকিল লাফিয়ে উঠে বললেন, হুজুর মামলাটা ছিল এই লোকটা মানে আসামী দুটি বালিকাকে খুন করেছে।অব ান্তর কথা বলে ও শুধুমাত্র আদালতের মূল্যবান সময়ই নষ্ট করেছে না, আমাদের ধর্ম, দেশনেতা সকলের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা ছাড়াও, সেই ধারণা প্রকাশ্যে বিবৃত করছে। আমি আদালতকে অনুরোধ করব ওর বিদ্ধে যেন সুয়ো মটো সিডিশনের মামলা দায়ের করা হয়। আদালতে হই হই। জেলা জজের খাস পেয়াদা হাকিমের হাতে একটা স্লিপ ধরিয়ে দিল। হাকিম স্লিপটা পড়লেন। পেশকার এগিয়ে এসে কানে ফিসফিস করে কিছু মন্ত্রণা দিল। ভিখুরামের বিচারের সরাসরি সম্প্রচার বেশ খানিক আগেই বন্ধহয়ে গেছে। পর্দায়, আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে সম্প্রচারে বিঘ্ন ঘটায়, দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রযোজক মিথ্যাচরণ করেন না। টিভির ক্যামেরা আর নেই এই ব্যাপারটায় নিশ্চিত হয়ে, পুলিশ স্ব মহিমায় উজ্জ্বল হলুদ গেঞ্জির গলায় দিকটা চেপে ধরে, ভিখুরামকেকাঠগড়া থেকে টেনে খাঁচায় নিক্ষেপ করল।

সরকারি উকিলের আর্জি মতো, আধঘন্টা পরে আদালতের কাজ আবার চালু হল সিডিশনের সুয়ো মটো মামলা শু হল। দেবতার দর্শন চাক্ষুস করবার জন্য মহকুমা জেলা থেকে ভিখুকে জেলা সংশোধনাগারে পাঠানর নির্দেশ দিলেন আদ ালত। সেখানে চোর কুঠুরী আছে।

(মানবজীবন- ফেব্রুয়ারি - ২০০৩)